ফেডারেশন বার্তা

‘নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন’-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Quarterly Bulletin of ‘All India Federation of Bengali Buddhists’)

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৫০ ❍ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ❍ Website : www.aifbb.org ❍ ডিসেম্বর : ২০২৩/২৫৬৭—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

ধীরে ধীরে আমাদের প্রকাশনার (ফেডারেশন বার্তা) পঞ্চাশ-তম সংখ্যায় আমরা উপনীত হইলাম। ইহা কম গৌরবের কথা নহে। ইতিমধ্যে আমাদের সমাজ-জীবনে কত যে উত্থান-পতন ঘটিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সম্বন্ধে আমরা আমাদের সম্পাদকীয়তে এযাবৎকাল অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছি। এইসব ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া আমরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে আমাদের সমাজে বর্তমানে ধীরে ধীরে একটা বিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। কি সেই বিবর্তন? তাহা এই যে মানুষ তাহার জীবনের মূল্যবোধ ক্রমশঃ ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। তাহা আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিতেছি। আমরা সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বারংবার বলিতেছি অথচ সমাজ-জীবনে তাহার কোনো প্রতিফলন দেখিতেছিনা। এমনকি এদেশের দেবালয়গুলিতেও নারীর অধিকার ভুলুণ্ঠিত হইতে দেখিতেছি। কোনো কোনো দেবালয়ে নারীদের প্রবেশাধিকারও নিষিদ্ধ হইয়াছে। উচ্চন্যায়ালয়ের আদেশ থাকা সত্ত্বেও তাহা স্বাভাবিক ভাবে কার্যকর করা যাইতেছেনা। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নীতিগত ভাবে নারীদের সমানাধিকার বিষয়টি মানিয়া লইলেও স্থূল বাস্তবে কিন্তু তা আমরা প্রতিফলিত হইতে দেখিতেছিনা। কিছুকাল পূর্বে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি মনিপুর রাজ্যে ঘটিয়া যাওয়া হিংসাত্মক ঘটনাবলীর চেহারা। মনিপুর একটি শান্ত নগরী। এখানকার মানুষজন পরিশ্রমী এবং নির্বিরোধি। এহেন একটি জনপদে ঘটিয়া যাওয়া হিংসাত্মক ঘটনাবলীর কথা ইতিমধ্যে সকলেই শুনিয়াছেন। ইহার কারন বিশ্লেষনে আমরা ব্রতী হইতেছিনা। অথবা ইহার রাজনৈতিক বিশ্লেষণেও আমরা মগ্ন হইতেছিনা। এক্ষনে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি শুধুমাত্র হিংসারই একটা রূপ। এখন প্রশ্ন জাগে তাহা হইলেকি এইরূপ আমাদের মধ্যেই এতদিন লুক্কায়িত ছিল? কই কখনোইতো ইহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নাই। ইহা কি তবে অবদমিত পাশবিক প্রবৃত্তির (Animal instinct) একটি প্রকাশ?

পুনরায় আমরা দেখিতেছি যাদবপুরের মতন একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং সংক্রান্ত একটি তোলপাড় করা ঘটনা ঘটিতেছে। সেই সাথে ইহাও দেখিতেছি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। একজন সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়া যুবক ‘র‍্যাগিং’ নামক একটি নির্দোষ (আমরা তেমনটাই মনে করিতাম) রীতির কবলে পরিয়া প্রাণ হারাইল এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত যেমাত্রায় আলোড়ন ফেলিয়া দিলো ইহা কি আমরা কখনো ভাবিতে পারিয়াছি?

ন্যায় নীতির ক্ষেত্রে মানুষের মর্যাদা যে আজ কিছুই অবশিষ্ট নাই ইহা বাস্তবে পরিলক্ষিত হইতেছে। অন্তত সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদ রাশি হইতে এমনটাই ধারনা করিতেছি। একটা সময় ছিল যখন মানুষের মনের

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের ১২২তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিগত ২৭শে জুলাই ২০২৩ ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা’র প্রথম সংঘরাজ পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের ১২২তম জন্মজয়ন্তী নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে মধ্যকলকাতার পটারি রোডস্থ “ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন” প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপিত হলো।

এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রত্যুষে পঞ্চশীল গ্রহণ ও বুদ্ধপূজার মাধ্যমে। অতঃপর ভারত-বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে এবং সমবেত উপাসক ও উপাসিকা মন্ডলীর আন্তরিক আগ্রহে ধর্মাধার মহাস্থবিরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্মৃতিচারণ এবং সংঘদান কার্য সুসম্পন্ন হয়।

সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের অন্তিমপর্বে ছিল “চতুর্দশ পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির স্মারক বক্তৃতা” প্রদান। ‘পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পূর্বতন সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহোদয়ের পৌরহিত্যে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রী সত্যকাম সেন, ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, ভারতীয় জাদুঘর (Indian Museum), কলকাতা। মুখ্য ধর্মালোচক রূপে উপস্থিত ছিলেন বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র-এর অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট বিদর্শন শিক্ষক শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়।

আলোচ্য স্মারক বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল---“ভারতে বৌদ্ধ মূর্তিবিদ্যা-প্রতীকবাদ থেকে মূর্তি পূজার যাত্রা” (Buddhist Iconography in India–A Journey From Symbolism to Idol Worship)। শ্রী সত্যকাম সেন মহাশয় তাঁর বক্তৃতায় বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতব্যাপী বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে যে সকল অবলম্বনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তার এক ধারাবাহিক পর্যায়ক্রম স্থির চিত্র পরিবেশনার মাধ্যমে সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন। বুদ্ধের শিক্ষা, তাঁর জীবনচারণ এবং চিন্তা-চেতনা যা কিনা বুদ্ধের মতবাদ এবং দর্শন রূপে গৃহীত, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় সম্রাট অশোক দেশজুড়ে স্থাপন করেন অসংখ্য “স্তূপ”। পরবর্তীতে প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠা পায় শূন্য আসন— ধম্মচক্র—পদচিহ্ন—চালকহীন অশ্ব, অশ্বত্থ বৃক্ষ ইত্যাদি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে মূর্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা। সর্বপ্রথম মধ্য ভারতে (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের) ভারহুত শিল্পকলার মাধ্যমে যার সূচনা। পরবর্তী সময়ে উত্তর-পশ্চিমে প্রতিষ্ঠা পায় গান্ধার শিল্পকলা এবং উত্তরে মথুরা শিল্পকলা। এই দুইয়ের সংযোগে সৃষ্ট হয় সারনাথ শিল্পকলা। যা এ সময়ে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। অতঃপর বিভিন্ন অংশে এই শিল্প বিকশিত হয়, তার মধ্যে পাল এবং চালুকা ও কলাচুরি উল্লেখযোগ্য।

শ্রী সত্যকাম সেনের বক্তৃতায় এই বিবর্তনের ধারাপথ সুনিপুণভাবে পরিবেশিত হয়েছে, যা কিনা উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীকে মোহিত করে তোলে। ‘পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি’র পক্ষ থেকে স্মারক বক্তৃতা প্রদানের জন্য শ্রী সত্যকাম সেন মহাশয়ের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

পাপ-বোধ তাহাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করিত অথবা বলা যায় সংযমে রাখিত। এই বোধই তাহাকে অসৎ কর্ম হইতে বিরত করিত। বর্তমানে মানুষের মন হইতে পাপ বোধটাই বিদূরিত হইয়াছে। তাহারা এখন ধর্ম কথাটাই মানিতে চাহিতেছেনা। এই ভাবেই তাহারা নিজেদের প্রগতিশীল ভাবিতে শুরু করিয়াছে। এক শ্রেণীর নেতাগণ জনগনের মধ্যে এই ভাবধারার বিস্তার করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে আমরা ধর্ম বলিতে যাহা বুঝি তাহা সত্য নহে। ইহা মানুষকে বিপথে চালিত করে।

ঠিক এই কারনেই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মহাপুরুষ হিসেবে পরিচিত মানুষটি বেশ পরিস্কার ভাষাতেই বলিয়া গিয়াছিলেন যে আপন আপন বিচার বুদ্ধির উপর ভরসা করুন। অন্যের কথায় নির্ভর করিয়া কোনো সিদ্ধান্ত লইবেননা এবং নিজের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা জাগরিত করুন। কিন্তু সে কথা জানা সত্ত্বেও আমরা চেষ্টা করিতেছি কৈ? তবে কি আমাদের সেই সর্বজ্ঞানী মহাপুরুষের প্রতি বিশ্বাসের ঘাটতি হইয়াছে? ইহার ফলশ্রুতি যে কি হইতে পারে তাহা তো আমরা দেখিতে পাইতেছি। দেখিতে পাইতেছি একটি জাতি (বাঙালি বৌদ্ধ) যাহারা নিজেদেরকে অপরাধ বিমূখ জাতি বলিয়া এযাবৎকাল গর্ব বোধ করিত, তাহাদের জাত্যাভিমান কিভাবে খর্ব হইতেছে। দেখিতে পাইতেছি রাজনীতির অন্ধ প্রলোভনে পরিয়া কি ভাবে তাহারা অন্যায্য পথে পা বাড়াইতেছে। বুদ্ধ প্রদর্শিত দর্শনের মূল কথাই হইল যাহা সত্য তাহা অনুসরন করা, যাহা ন্যায্য তাহা প্রতিপালন করা, যাহা অন্যায্য এবং অন্যায় তাহা পরিহার করা। এখন কোনটা সত্য, কোনটা ন্যায্য, কোনটা অন্যায় অথবা কোনটা অন্যায্য সে কথা মানুষকে নিজেই বুঝিয়া লইতে হইবে।

আমরা বর্তমানে ভীষন রকমের প্রতিকূল পরিবেশে বাস করিতেছি। প্রতিকূলতা সর্বস্তরেই। ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করিবার ক্ষেত্রে, জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে, স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে ইত্যাদি কত বিভিন্ন প্রকারের যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতেছি তাহা আর বলিবার নয়। এই প্রতিকূলতা ভোগ করিবার সাথে সাথেই মানুষের মনে এক প্রতিরোধ ভাবনা সহজাত ভাবেই জাগরিত হয়। কিছু সমর্থকও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হইতে জড়ো হইয়া যায়। সমর্থন পাইবার ফলে সেই ব্যক্তির ভাবনা জোরদার হয় বটে তবে তাহা কতখানি যুক্তি গ্রাহ্য তাহা প্রশ্নের মুখে পড়িয়া যায়। স্বভাবতই মনে হয় সেই জ্ঞানী মহাপুরুষের উপদেশটিই বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য।

আমাদের সমাজে সর্বাধিক গুরুতর সমস্যা কোনটি সেইটি নিশ্চিত করিতে না-পারাটাই বোধহয় হইতেছে সর্বাধিক গুরুতর সমস্যা। বিষয়টি লইয়া যখনই আলোচনা হয় তখনই আলোচনার গতি প্রকৃতি দেখিয়া এমনটাই অনুমিত হয়। বর্তমানের তরুন প্রজন্ম কেন ধর্ম বিমূখ বিচার করিতে গিয়া প্রায়শই বলা হয় যে আজকের পিতা-মাতারাই তাহাদের পুত্র-কন্যাদিগকে বিহার (মন্দির) মুখি করিয়া তুলিতে ব্যর্থ। এ কথা আমরা বুঝতে পারি যে বর্তমান সময়ে নির্দিষ্ট বয়সের পর মানুষ কিছুটা স্বাধীনচেতা হন ও তাহাদের ভালোলাগা মন্দলাগার ব্যাপার গুলো নিজের থেকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারেনা। এইমত সময়ে তাহাদের আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু বৌদ্ধ ভিক্ষু অথবা বুদ্ধ বিহারের প্রতি আবর্তিত হইতে দেখা যায়না। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও তাহাদের দেশনায় কোন বৈচিত্র্য আনয়ন করিতে ব্যর্থ হন। তাহারা কি-শিক্ষা কি-ব্যক্তিত্ব কি-ব্যবহার কোন বিষয়েই যুবমানসের আকর্ষণই তৈরী করিতে পারেননা। ফলতঃ তরুন প্রজন্মের সহিত ভিক্ষুদের একটা দূরত্ব অবধারিত ভাবেই তৈরী হয়। অথচ এই তরুন সমাজ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি নিজের নিজের ভালোলাগা বজায় রাখেন। কারন বুদ্ধ এবং তাহার ধর্মের প্রতি তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধা রহিয়াছে।

এই ভাবেই একটি নূতন বৌদ্ধ সমাজের জন্ম হইতেছে। এই সমাজের সদস্যবৃন্দ বুদ্ধের অনুরাগী বটে, তাহার প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি তাহারা আস্থাশীলও বটে, তবে বর্তমান বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অধিকাংশের প্রতি তাহারা অনুরক্ত নহেন। অনুরক্ত নহেন অধিকাংশ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বৃন্দের অ-বিজ্ঞজনিত পরিচালনায়। শুধু মাত্র এই কারনের জন্যই তাহারা প্রচলিত প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে দূরে দূরে বিরাজ করিতেছেন। একটি জাতির শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষেরা ক্রমশঃ মুল স্রোত হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। এই কথা আমাদের বোধগম্য হইতেছেনা?

ইহাও বুঝিতে পারিতেছিনা যে বুদ্ধের ধর্ম কোনো গুঢ় ধর্মকথা নয়, এমনটাও ঠিক নয় ইহা গুরু পরম্পরায় এযাবৎকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বরং ইহা খোলা বইএর পাতার মতন সমস্তটাই লিপিবদ্ধ ও উন্মুক্ত রহিয়াছে। ইতিহাসের ভুল পথে পা বাড়াইয়া ইহারা একসময় এই ভারত ভূমি হইতেই সম্পূর্ন রূপে হারাইয়া গিয়াছিল। এখনো বোধকরি তাহা সম্পূর্ণ রূপে পুনরুদ্ধার হয় নাই। বর্তমান সময়ের সংস্কার মুক্ত প্রাজ্ঞ শিক্ষিত জনেরা বিষয়টা একটু ভাবুন। বর্তমানের মুক্তমনা বুদ্ধবাদীগন এতখানি চিন্তাবিহীন হইবে ইহা ভাবা যায়না।

সাহিত্য অকাদেমির সঙ্গে যৌথ পরিচালনায় বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করলো ফেডারেশন

বিগত ২১শে নভেম্বর ২০২৩ সন্ধ্যায় 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' এবং ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রক-এর অধীনস্থ 'সাহিত্য অকাদেমি'র যৌথ পরিচালনায় মধ্য কলকাতার "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"এর সভা কক্ষে এক বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। এই সভায় মুখ্য বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীলঙ্কার কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড. অসঙ্গ তিলকরত্ন মহাশয়। তাঁর বক্তৃতায় অধ্যাপক তিলকরত্ন ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান বিশ্বে বুদ্ধের শিক্ষার প্রায়োগিক-প্রাসঙ্গিক দিকগুলি নানান আঙ্গিকে চর্চিত হচ্ছে। এই সময়ে শারীরিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা প্রকারের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে মানব সমাজকে। স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধ নির্দেশিত জীবনচারণের বিভিন্ন পন্থা বর্তমানে মানুষকে সুস্থ আনন্দময় জীবন উপহার দেবার পথ সংকেত দিয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মাননীয় অধ্যাপক চার আর্য সত্য এবং অষ্টাঙ্গিক অষ্টমার্গের উল্লেখ করে তাঁর বক্তৃতাকে এক অন্য মাত্রায় তুলে ধরেন। উপস্থিত শ্রোতামন্ডলী শ্রুতিমধুর এবং যুক্তি নির্ভর এই বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অধ্যাপক তিলকরত্নকে স্মারক এবং বই উপহার দেওয়া হয়।

'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার এই প্রকাশনা তহবিলে আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

A/C Name :
All India Federation of Bengali Buddhists
A/c No. : 1209590472
IFSC Code : CBIN0281055
Bank Name : Central Bank of India
Branch Name : Entally

জন্মশতবার্ষিকীতে প্রিয় মৃণাল সেন এবং কিছু কথা

সুমন সিংহ

বাংলা চলচ্চিত্রে আধুনিকতার প্রতীক ও ভারতে সমান্তরাল সিনেমার (Parallel Cinema) জনক মৃণাল সেন। তাঁকে কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিসরে বাঁধা কঠিন। বিশেষত বিশ শতকের 'সত্যজিৎ - মৃণাল - ঋত্বিক' প্রবাদপ্রতিম এই ত্রয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতার নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হলেও, মৃণাল সেনের সঙ্গে সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক এর চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয় বস্তু ও নির্মাণ শৈলীর দূরত্ব যোজন পরিমাণ। তিনি চলচ্চিত্রের কোনো গতে বাঁধা নিয়মে বিশ্বাসী ছিলেন না।

মৃণাল সেন ১৯২৩ সালের ১৪ই মে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত ভারতে, পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা তিনি সেখানে থাকা কালীনই সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৪০ এর দশকের কলকাতায় এসেছিলেন এবং দাঙ্গা, দেশভাগ সবই দেখেছিলেন। তিনি কলকাতায় গিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর সাউন্ড রেকর্ডিং-এর কাজ শিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সিনেমার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। চলচ্চিত্রের প্রতি প্রথম তাত্ত্বিক আগ্রহ জন্মায় রুডলফ আর্নহেইম (চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক) এর কিছু বই পড়ে। ১৯৫৫ সালে তিনি নির্মাণ করেন তাঁর প্রথম ছবি 'রাতভোর'। ছবিটি তেমন সাফল্য পায়নি। এরপর তিনি তৈরী করেন তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'নীল আকাশের নীচে'। এই ছবিটিও খুব একটা সাফল্য পায়নি। তবে হেমন্ত মুখার্জী'র গলায় 'ও নদী রে' গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল যেটি এই ছবিরই গান ছিল। তাঁর তৃতীয় ছবি 'বাইশে শ্রাবণ' তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে এই ছবিতেই সম্ভবত নারীমুক্তির প্রসঙ্গ প্রথম প্রকৃত অর্থে ধরা পড়ে। এগুলির পরে তিনি আরও কিছু ছবি বানিয়েছিলেন যেমন 'পুনশ্চ', 'অবশেষে', 'আকাশ কুসুম'।

'মাটির মনিষ' নামে ১৯৬৬ সালে তিনি একটি ছবি বানিয়েছিলেন। এই ছবিটি ওড়িয়া ভাষায় তৈরী, যেখানে তিনি কৃষক পরিবারের সমস্যা তুলে ধরেছিলেন। এরই মাঝে তিনি একটি তথ্যচিত্র বানান 'মুভিং পারস্পেকটিভ' নামে। এর বিষয় ছিল ভারতীয় ইতিহাসের পাঁচ হাজার বছর। বনফুলের একটি বড়গল্প থেকে তিনি 'ভুবনসোম' নামের একটি ছবি তৈরি করেন। অনেকের মতে এটিই মৃণাল সেনের শ্রেষ্ঠ ছবি। এই ছবিতে তিনি ভারতে আমলাতান্ত্রিকতার ফাঁপা দিকগুলি সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। মূল চরিত্রে উৎপল দত্ত অভিনয় করেছিলেন এই ছবিতে। ছবিটি আঙ্গিকগত ভাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। স্বল্প ব্যয়ে নির্মিত এই ছবিটিকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গের (Indian New Wave) সূচনা বলা চলে।

মৃণাল সেনের ছবিতে নকশাল আন্দোলন যেমন এসেছে তেমনি এসেছে দরিদ্র আদিবাসিদের কথাও। ১৯৭১-১৯৭৩ পর্যন্ত তিনি যে তিনটি ছবি করেছেন সেগুলিতে এই বিষয় বস্তুই ধরা পড়েছে যা কলকাতা ট্রিলজি নামে খ্যাত অর্থাৎ ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১ পদাতিক। ট্রিলজির ছবিগুলিতে তিনি ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আঘাত করেছেন। কলকাতার ঘিঞ্জি গলি থেকে রাজপথের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন এই ছবিগুলিতে যা পেয়েছে আন্তর্জাতিক রূপ এবং এখানেই তিনি অনন্য।

মধ্যবিত্ত সমাজের নীতিবোধকে তিনি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁর 'খারিজ' ছবিতে। এই ছবিটি ১৯৮৩ সালে কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ জুরি পুরস্কারে ভূষিত হয়। 'একদিন প্রতিদিন' ছবিতে তিনি মধ্যবিত্ত সমাজের নারীর স্পর্শকাতরতার চিত্র তুলে ধরেন।

মৃণাল সেনের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হল 'আকালের সন্ধানে'। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের কাহিনীকে নিয়ে এই ছবি। এই ছবিও ছিল আঙ্গিকের থেকে অনেকটাই অনন্য। ১৯৮১ সালের বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবি রৌপ্য ভাল্লুক (Silver Bear) জয় করে। তিনি বাংলা ছাড়াও হিন্দি, ওড়িয়া ও তেলুগু ভাষায় ছবি তৈরি করেছেন। তাঁর নির্মিত শেষ ছবি 'আমার ভুবন'।

তিনি ছিলেন ইউরোপীয় নবতরঙ্গের অনুরাগী কিন্তু ব্যবহারে ও মেলামেশায় বাঙালির হারিয়ে যাওয়া উদারতাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। আজ এত বছর পরেও তাঁর ছবিগুলি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। শিল্পী হিসেবে তিনি খুঁজেছিলেন তাঁর পথ। তিনি রাজনৈতিক মেজাজে ছবি করলেও তাঁর কোনো ছবিই সরাসরি কখনও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে নি। তিনি ছিলেন একজন সৎ ও সাহসী মানুষ যিনি সাধারণ মানুষের জীবনকে সেলুলয়েডে তুলে ধরতেন। ২০২৩ সাল মৃণাল সেনের জন্মশতবার্ষিকী। মৃণাল সেনের ছবি ও তাঁর দেখানো মুল্যবোধের মাধ্যমে এই বিশেষ দিনটি আমাদের পালন করা উচিত। শুধু ঐ দিনটি নয়, সারা বছর ধরেই যদি আমরা এটি বিভিন্ন ভাবে পালন করতে পারি তবেই বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর কাজ ও আদর্শ আরও বেশি করে পৌঁছে যাবে।

অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস এর আয়োজনে বিবিধ অনুষ্ঠান সমূহ

● **রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী ঃ** বিগত ২৭শে মে ২০২৩ পটারি রোডস্থ "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এর সভা কক্ষে আয়োজিত হয় রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী ২০২৩। উক্ত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি কবিতায়, কথায়, গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন সংস্থার সদস্যবৃন্দ, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীগণ। সুস্থ সমাজ গঠনে এবং সাংস্কৃতিক মননের উন্মেষে এই ধরনের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে সহায়কের ভূমিকা পালন করে বলে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী মত প্রকাশ করেন।

● **দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইন কেরিয়ার কাউন্সিলিং ঃ** কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং শিক্ষা আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বিগত ৯ই জুলাই ২০২৩ একটি অনলাইন কেরিয়ার কাউন্সিলিং এর আয়োজন করা হয়। আমাদের সমাজের একটি বৃহৎ অংশের ছাত্র-ছাত্রী যাঁরা ১০/১২ ক্লাস উত্তীর্ণ হতে চলেছে তাঁদের কাছে উচ্চশিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশের সময় পরবর্তী পর্যায়ে কার জন্য কি ধরনের পঠন-পাঠন এবং জীবিকা নির্ধারণের পন্থা নির্বাচন করা উপযুক্ত হবে, তার কোন নির্দিষ্ট দিশা থাকে না। এ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে সহযোগিতার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে এই কেরিয়ার কাউন্সিলিং। অনলাইন এই কাউন্সিলিং-এ প্রায় ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

● **হাওড়া শহরের 'কেরী রোডে' অবস্থিত বুদ্ধ অবয়বের পুনঃস্থাপনে উদ্যোগ ঃ** হাওড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ 'কেরী রোড' এর উপর অবস্থিত বুদ্ধমূর্তি স্থানান্তরিত করার নিন্দনীয় ঘটনা সম্পর্কে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে হাওড়া জেলার জেলা শাসক এবং পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যানকে প্রতিবাদ পত্র (পত্র নং-AIFBB/59/23-24) পাঠানো হয় বিগত ১৭ই অক্টোবর ২০২৩। পরবর্তীতে সংস্থার পক্ষে শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া (সম্পাদক), শ্রী নবারুণ বড়ুয়া (সম্পাদক) ও শ্রী তুহিন বড়ুয়া (সদস্য) হাওড়া জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিস্থিতি সম্পর্কে বৌদ্ধ সমাজের উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করেন। স্বস্তির বিষয় এই যে, ফেডারেশনের এই পদক্ষেপে মাননীয়া জেলা শাসক ব্যক্তিগত ভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য উদ্যোগী হন এবং বিগত ২০শে অক্টোবর ২০২৩ বুদ্ধমূর্তি কেরী রোডের স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৭ম বর্ষের 'বৌদ্ধ বিদ্যা শাস্ত্র অধ্যয়ন' কর্মশালা সুসম্পন্ন

পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে একমাসব্যাপী (প্রতি শনিবার ও রবিবার) "বৌদ্ধ বিদ্যা শাস্ত্র অধ্যয়ন" কর্মশালা বিগত ২৬শে আগস্ট থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ আন্তর্জালিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংগঠিত হয়। বিশিষ্ট বৌদ্ধ পন্ডিত, প্রাজ্ঞ ভিক্ষু এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বিশেষজ্ঞ বক্তারূপে এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

"পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি" এই কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রধানত দুটি লক্ষ্য পূরণে স্বচেষ্ট হয়। প্রথমত, পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের জন্মতিথিকে স্মরণ করে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। দ্বিতীয়ত, থেরবাদী বুদ্ধচর্চায় "ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস" অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা অত্যন্ত পবিত্র সময়রূপে চিহ্নিত, সুতরাং এই সময়ে "বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চা" বিষয়ক আলোচনা পূণ্যার্জনের অন্যতম পন্থা। এই বিশ্বাসের প্রতি সম্মাননা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মশালার আয়োজন।

উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞ প্রাজ্ঞ ভিক্ষু এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলীর নাম এবং আলোচিত বিষয় সমূহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো—

তারিখ	বিষয়	ভিক্ষু/শিক্ষক/শিক্ষিকা
প্রথম দিন (২৬/০৮/২০২৩)	"বুদ্ধের শিক্ষার আলোকে মানসিক দুর্যোগ-এর মোকাবিলা"	ড. পিয়ালী চক্রবর্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
দ্বিতীয় দিন (২৭/০৮/২০২৩)	"বর্তমানের প্রেক্ষিতে বৌদ্ধ দর্শনের তাৎপর্য"	শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির বিদর্শন শিক্ষক
তৃতীয় দিন (০২/০৯/২০২৩)	"প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ও সামগ্রিক ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় বৌদ্ধ ধম্ম, প্রসঙ্গ : দক্ষিণ দিনাজপুর"	শ্রী কৌশিক বিশ্বাস শিক্ষক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক
চতুর্থ দিন (০৩/০৯/২০২৩)	"মঙ্গলসূত্রর তাৎপর্য"	শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির বিদর্শন শিক্ষক
পঞ্চম দিন (০৯/০৯/২০২৩)	অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে 'বুদ্ধ ভাবনা'	ড. সুমনপাল ভিক্ষু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ষষ্ঠ দিন (১০/০৯/২০২৩)	"বুদ্ধ যেমন দেখতে ছিলেন"	শ্রী অনুপ বড়ুয়া শিক্ষক এবং বৌদ্ধ গবেষক
সপ্তম দিন (১৬/০৯/২০২৩)	"প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির বিবরণ"	ড. তাপস বড়ুয়া প্রযুক্তিবিদ এবং বৌদ্ধ গবেষক
অষ্টম দিন (১৭/০৯/২০২৩)	"বিবিধ সাহিত্যের ধারা অনুসৃতির মাধ্যমে বুদ্ধের জীবনীর আলোচনাত্মক অধ্যয়ন।"	ড. অরুণ কুমার যাদব নব নালন্দা মহাবিহার

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রী'র জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

ঃ স্থান ঃ

৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলকাতা-৭০০০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

দূরভাষ ঃ ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭

ইমেল করতে পারেন ঃ federation1973@gmail.com

প্রতিবেদন

—সাধনা বড়ুয়া

গত ২৬শে নভেম্বর (রবিবার) ২০২৩, 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর কয়েকজন সদস্য মিলে বুদ্ধগয়ায় অবস্থিত পুরাতত্ত্ব সংগ্রহালয় বা আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামটি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। আমাদের সাথে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া ও সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম নবারুণ বড়ুয়া।

এই পুরাতত্ত্ব সংগ্রহালয়টি বৈদিক যুগ, পাল যুগ ও শুঙ্গ যুগের সম্মিলিত মূর্তিতে বিদ্যমান। মূর্তি গুলো মূলতঃ নির্মিত হয়েছিল সোনা, রূপো, ব্রোঞ্জ, তামা, কালো পাথর ও পোড়ামাটিতে (টেরাকোটা)।

এই প্রদর্শশালাটিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। দুটি কক্ষ ও একটি থামওয়ালা বারান্দা, যেটি বিভিন্ন স্তম্ভ দিয়ে ঘেরা। প্রথম প্রদর্শশালাটিতে আমরা দেখতে পেলাম, পালযুগে নির্মিত বুদ্ধের বিভিন্ন মুদ্রা আসীন মূর্তি। ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধ শান্ত, সমাহিত। ভূমিকে প্রণাম জানাচ্ছেন। অভয়মুদ্রায় জগতের প্রতিটি মানুষকে বলছেন সৎ পথে এগিয়ে চলো। ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ জগতকে অবলোকন করছেন। ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রায় সেই পাঁচজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে পথ চলার অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছেন। সুজাতা গড় (বক্‌রোর) ও তারাডিহ্ থেকে খনন করে পাওয়া গেছে কিছু টেরাকোটার মূর্তি, যক্ষীর বিভিন্ন মূর্তি যেগুলো গুপ্তযুগের নিদর্শন। এবং ব্যবহারিক তৈজসপত্রের নিদর্শন। যেমন ভগ্ন-কলসের মুখ, দোয়াতের পাত্র, টেরাকোটা ও পাথরের গলার হার, কানের দুল, হাতের বলয়, সহস্রবুদ্ধের মূর্তি নিয়ে একটি পাটাতন। এছাড়া তামা ও লোহার ছোট্ট পাত্র, এবং মঞ্জুশ্রী মূর্তি। মঞ্জুশ্রী মূর্তিকে বোধিসত্ত্বের একটা রূপ বলে ধরা হয়। এই মঞ্জুশ্রী মূর্তিটিও গুপ্তযুগের নিদর্শন। সংগ্রহশালার মাঝখানের অংশটি থামওয়ালা বারান্দার মত। চতুর্দিক খোলা অথচ বেলেপাথর, গ্রানাইট পাথরের তৈরি স্তম্ভ দিয়ে ঘেরা। এটি শুঙ্গদের শাসনকালের নিদর্শন বহন করছে। বেলেপাথর, গ্রানাইট পাথর শুঙ্গযুগে ব্যবহৃত হতো। আর আছে কালো পাথরের নির্মিত একটি বিশাল উচ্চকায় বুদ্ধমূর্তি। এই মূর্তিটিও অভয়মুদ্রায় উপবিষ্ট। তাছাড়া স্তম্ভগাত্রে রয়েছে বুদ্ধের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা। ঘটনাসম্বলিত স্তম্ভগাত্রের সৌন্দর্য্য অপরিসীম।

প্রদর্শশালার দ্বিতীয় কক্ষটি বৈচিত্র্যপূর্ণ। একদিকে রয়েছে বৈদিক যুগের নিদর্শন অনুসারে উমা-মহেশ্বরের মূর্তি, কামদেব, গণেশের মূর্তি এবং বিষ্ণু, দশাবতার, নরোত্তম এর মূর্তি। তেমনিই রয়েছে বৌদ্ধদেবদেবী তারা, জাম্ভুলা এবং বোধিসত্ত্বের অন্যরূপ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। এই নিদর্শন গুলোও পালযুগের এবং মৈত্রেয় বুদ্ধর মূর্তি। যে বুদ্ধ আগামীতে আসবেন। আমাদের গৌতমবুদ্ধর শাসনকাল এখনও চলছে অর্থাৎ অমিতাভ ভদ্রকল্পের যুগ শেষ হলে আসবেন আমাদের ভাবী বুদ্ধ আর্যমিত্র বা মৈত্রেয় বুদ্ধ।

এই প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরটি দেখতে দেখতে আমরা হারিয়ে যাচ্ছিলাম, ইতিহাসের ভাস্কর্যের পাতায় পাতায়। এক অপার ভাললাগা নিয়ে আমরা ফিরে আসছিলাম, তখন রোদ্দুর এর রঙ সোনালী হয়ে গেছে। প্রত্যেকের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা বুদ্ধগয়ায় একবার এই প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরটি দেখবেন। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি খোলা থাকে এই জাদুঘর। প্রবেশমূল্য মাত্র দশটাকা। যদিও আমাদের সম্পাদকের (নবারুণ বড়ুয়া) সৌজন্যে ও ASI উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বদান্যতায় আমাদের প্রবেশ মূল্যের প্রয়োজন হয়নি। ফেডারেশনের এ এক প্রাপ্তি।

ফেডারেশন বার্তা'র কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—শ্রী নবারুন বড়ুয়া, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি সঙ্গীতা বড়ুয়া।

প্রকাশক—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া

(সাধারণ সম্পাদক, 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস')

প্রাচীন নগরী তাম্রলিপ্ত ঃ বর্তমান তমলুকে দু'টো দিন

—সাধনা বড়ুয়া

গত ১০ই ডিসেম্বর ২০২৩, 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' এর আয়োজনে আমাদের ছ'জনের একটি দল— শ্রী সুজিত কুমার বড়ুয়া (সাধারণ সম্পাদক), শ্রীমতী কাজরী বড়ুয়া (সম্পাদক), শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া (সম্পাদক), শ্রী নবারুণ বড়ুয়া (সম্পাদক), শ্রী অনুপম বড়ুয়া (কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য), শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া (সাধারণ পরিষদের সদস্য) তমলুক (অধুনা) প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরীতে পৌঁছে ছিলাম বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। আমরা আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম মাননীয় ড: দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়-এর কাছ থেকে। ডঃ দীপেন্দ্র নারায়ণ রায় তমলুক রাজবংশের চৌষট্টিতম বংশধর। এবং তমলুক পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান। তমলুক রাজবাড়ীতে পড়ে আছে ইতিহাসের ছিন্নভিন্ন বিভিন্ন ঘটনার নিদর্শন। জরাজীর্ণ বাড়ীটি এখন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'র অধীনে সংরক্ষিত। আমরা রাজবাড়ীটি ঘুরে দেখেছি এবং খুব পরিচ্ছন্ন ভাবেই রাজবাড়ীটি রয়েছে সংরক্ষিত অবস্থায়, পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে নেই এটুকু বলা যায়। রাজা দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়ের আতিথেয়তা আমাদের মুগ্ধ করেছে। এবং ওঁনার আন্তরিক আলাপচারিতায় জানতে পারলাম, উনি ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অন্ দি টপিক "তাম্রলিপ্ত এন্ড ইটস্ অ্যাসোসিয়েশন্ উইথ্ দি বুড্ডিস্ট্ ওয়াল্ড" এই শিরোনামে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছেন। ২৬শে ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত এই আলোচনা সভা চলবে। এবং দেশ বিদেশ থেকে বিভিন্ন ডেলিগেট্ বা প্রতিনিধিবৃন্দ আসবেন। ডঃ দীপেন্দ্র নারায়ণ রায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুজিত কুমার বড়ুয়াকে আমন্ত্রণ জানালেন যাতে আমাদের সংগঠন (অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস) এই আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক মঞ্চে কিছু উপস্থাপন করে অংশগ্রহণ করেন। আমাদের সাধারণ সম্পাদক অত্যন্ত সম্মানজনক ভাবে এই অংশগ্রহণ করতে সংগঠনের কোন আপত্তি নেই জানিয়ে দিলেন। রাজা ডঃ দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়ও আমাদের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানালেন। এবং রাজা দীপেন্দ্র নারায়ণ আমাদের জন্য দুপুরের আহারের চমৎকার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা এরপরই দেবী বর্গভীমা (তমলুকের বিখ্যাত দেবী) ও তমলুক মিউজিয়াম দেখে কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম।

এর পরে পূর্বকথা মতো ২৮শে ডিসেম্বর ২০২৩ আমরা আবার তমলুক রাজবাড়ীতে পৌঁছে ছিলাম। এবার আমাদের সদস্যদল ছিল বেশ কয়েকজনের। এবং আমাদের সাথে ছিলেন শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুগণ। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন রাজবাড়ীতে জনসমাগম বেশ ভালই। আমাদের সাথে ছিলেন বিদর্শনাচার্য বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, ড. সংঘপ্রিয় মহাস্থবির (বাংলাদেশ) ও অন্যান্য প্রাজ্ঞ ভিক্ষু সংঘ এবং সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঙ্গলাচরণের মাধ্যমেই সেদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। আলোচনার জন্য বিষয় ছিল— ১। বৌদ্ধধর্মের আদি কেন্দ্র তাম্রলিপ্ত, ২। তাম্রলিপ্ত নগরী ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, ৩। তাম্রলিপ্ত ও মেদিনীপুর বৌদ্ধ সমিতি, ৪। বৌদ্ধধর্ম ও বাঙালি সমাজ, ৫। পরিব্রাজক ও বিদেশীদের চোখে তাম্রলিপ্ত নগরী, ৬। বৌদ্ধধর্মের নিরিখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে তাম্রলিপ্ত নগরীর সম্পর্ক, ৭। ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধনগরীর সাথে তাম্রলিপ্ত নগরীর সম্পর্ক। সংগঠনের পক্ষ থেকে 'তাম্রলিপ্ত নগরী ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম' এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন সাধনা বড়ুয়া। আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন নেপাল, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম থেকে আগত প্রতিনিধিরা। খুব সুচারুভাবে অনুষ্ঠান এগিয়ে চলেছে। রাজা দীপেন্দ্র নারায়ণ রায় বৌদ্ধভিক্ষু এবং অতিথি-অভ্যাগতদের দিকে যত্নসহকারে খেয়াল রাখেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে সুন্দর এবং প্রয়োজনীয় বক্তব্য রেখেছিলেন অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুজিত কুমার বড়ুয়া। এবং 'ধর্ম কি? এবং কেন?' এই বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন বিদর্শনাচার্য বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির। অপূর্ব প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বক্তব্য রেখে প্রতিটি মানুষকে মুগ্ধ করেছিলেন। দুপুরের আহারের বিরতির পর সংগঠনের পক্ষ থেকে ছিল শ্রুতিনাটক, 'চণ্ডালিকা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চন্ডালিকা'-র গল্পটি সকলের জানা হলেও এই শ্রুতিনাটকটি সেদিন সকলের প্রশংসা আদায় করেছিল। অংশগ্রহণে ছিলেন সত্যজিৎ বড়ুয়া, শাস্বতী ভট্টাচার্য ও সাধনা বড়ুয়া। আবহে ছিলেন প্রণব দত্ত। এরপরে বর্গভীমা মন্দির দেখে সবার ভাল লেগেছিল। সন্ধ্যের প্রাকমুহূর্তে আমরা কলকাতার পথে রওনা হয়েছিলাম। স্মৃতির মণিকোঠায় থেকে যাওয়া দিনটিকে পিছনে ফেলে।

'গুরু প্রণাম' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠনের বরিষ্ঠ সদস্যদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

বছরের শেষ পর্বে অর্থাৎ ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৩ 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' তার বরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দ তথা পূর্বতন আধিকারিকদের বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলো 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন'-এর সভা কক্ষে। অনুষ্ঠানে এবার সম্বর্ধিত হলেন পূর্বতন সভাপতি তথা বর্তমান প্রধান পৃষ্ঠপোষক ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া, বরিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক শ্রী জয়দত্ত বড়ুয়া (নয়াদিল্লী), শ্রী পিনাকী বড়ুয়া- পূর্বতন কোষাধ্যক্ষ, শ্রী অনাদি রঞ্জন বড়ুয়া সহ-সভাপতি, অ্যাডভোকেট অরুণ বড়ুয়া পৃষ্ঠপোষক প্রমুখ। সম্বর্ধিত ব্যক্তিরা তাঁদের বক্তৃতায় এযাবৎ সংগঠনের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি উপস্থাপন করেন। শ্রী জয়দত্ত বড়ুয়া এই সময়ে জাতির সম্মুখে সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কিত নানান পরিস্থিতির মোকাবিলায় ফেডারেশনের দায়িত্ব ও আশুকর্তব্য সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সকলের সার্বিক সহযোগিতার প্রত্যাশা রাখেন। শ্রী অরুণ বড়ুয়া শংসাপত্র সম্পর্কিত আইনি বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সকলকে জ্ঞাত করা হয় যে, আগামী বছর বুদ্ধ জয়ন্তীর সময়ে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বার্ষিক জার্নাল (পত্রিকা) "রত্নরঞ্জক" (Ratnaranjak) আত্মপ্রকাশ করবে।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক ''Archaeological Survey of India''-কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালি বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের ''The Bodh Gaya Temple Act''—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং 'মহাবোধি মহাবিহার' বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের 'তপশিলী উপজাতি' (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের ৩৭তম কঠিন চীবর দানোৎসব উদ্‌যাপিত

বিগত ১২ই নভেম্বর ২০২৩ (রবিবার) মধ্যকলকাতার 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র'-এর ৩৭তম দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব চিরাচরিত ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের পূর্বদিন অর্থাৎ ১১ই নভেম্বর সন্ধ্যায় এক বৈকালিক সংঘদান সভায় অংশগ্রহণ করেন পূজনীয় বরিষ্ঠ ভিক্ষু সংঘ। অতঃপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ফানুস উত্তোলন কার্যক্রমে বহু আগ্রহী মানুষের সমাগম ঘটে। ১২ই নভেম্বর সকালের অনুষ্ঠান সূচীত হয় বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন এবং সূত্র পাঠের মাধ্যমে। পরবর্তী পর্যায়ে বুদ্ধ পূজা-সংঘদান-ধর্মালোচনার পরে পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে কঠিন চীবর উৎসর্গ করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে All India Federation of Bengali Buddhists-এর সদস্যবৃন্দ এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উক্তদিনের সকল অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সফল করার জন্য বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রে দশদিনব্যাপী বিদর্শন ধ্যান শিবির

মধ্যকলকাতার "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র"-এ বিগত ৯ই-২০শে আগস্ট ২০২৩ দশদিন ব্যাপী এক বিপস্‌সনা (বিদর্শন) ধ্যানশিবির আয়োজিত হয়। সাধক/সাধিকা সর্বমোট ৩২ জন আবাসিক শিক্ষার্থী ধ্যান শিবিরে যোগদান করেন। কেন্দ্রের অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট বিদর্শন ভাবনা আলোচনার শিক্ষক শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয় শিবিরটি পরিচালনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান—বিদর্শন ভাবনা ভারতবর্ষের এক প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, মানবজীবনে এই ভাবনা আনন্দ, শান্তি এবং চিন্তামুক্তির এক পথকে উন্মোচিত করে। শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা এই মত প্রকাশ করেন যে, বতর্মানে মানুষ যখন নানাবিধ মানসিক ও শারীরিক প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনধারণ করছেন, সেই সময়ে এই ভাবনার মাধ্যমে মানুষের এক চিন্তামুক্ত সুস্থ জীবনলাভ করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, All India Federation of Bengali Buddhists-এর একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

এছাড়া আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সংযুক্ত হওয়ার কয়েকটি মাধ্যম হল—

Call / WhatsApp number : 9433493447/8013324845
Email Id : federation1973@gmail.com
Facebook Page : All India Federation of Bengali Buddhists
YouTube Channel : All India Federation of Bengali Buddhists

"আমাদের কন্যা"

১। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-৫'১", সঙ্গীতে পারদর্শী। দূরভাষ : 8420340686।
২। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'৩", রং ফর্সা, দূরভাষ : 9433806800।
৩। **পাত্রী :** বয়স ২৮, উচ্চতা-৫'৫", যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। দূরভাষ : 9800678720।
৪। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা-৫'৪"। দূরভাষ : 9432437856।
৫। **পাত্রী :** শ্যামনগর নিবাসী, স্নাতক, বয়স-২৯, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 9748053414।
৬। **পাত্রী :** MA, B.Ed, শিলিগুড়ি, বয়স- ৩০, দূরভাষ : 947558546।
৭। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা-৫'৪", বয়স-২৯, ইছাপুর, দূরভাষ : 9433242569।
৮। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী M.Sc., বয়স-২৬, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9231385090।
৯। **পাত্রী :** জামসেদপুর নিবাসী, M.Com., বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'২", বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা, দূরভাষ : 9609841547।
১০। **পাত্রী :** বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত, বর্তমানে US নাগরিক, USA-তে বসবাসকারী বা বসবাসে ইচ্ছুক ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা সমতুল্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগে ই-মেইল evns5223@gmail.com
১১। **পাত্রী :** রিষড়া নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9830504664।
১২। **পাত্রী :** দিল্লী নিবাসী, MBA, বয়স-৩৩, উচ্চতা-৫'৭", বর্তমানে দেরাদুনে কর্মরতা, Asst. Professor, দূরভাষ : 9871291030, 9958659166, ই-মেইল- pbarua16@gmail.com
১৩। **পাত্রী :** যোধপুর নিবাসী, MSc. (Biotechnology), বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'৬", গুরুগ্রামে (দিল্লী) কর্মরতা, দূরভাষ : 9871291030, 9958659166, ই-মেইল- pbarua16@gmail.com
১৪। **পাত্রী :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.A. LLB(C.U.) পেশা-ওকালতি, বয়স-২৮, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 8240615036 / 9681748473.
১৫। **পাত্রী :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.A. (C.U.) বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা, বয়স-২৬, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 8240615036 / 9681748473.

"আমাদের পুত্র"

১। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ, কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 8334870803।
২। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৭", শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। দূরভাষ : 9000666084 / 9163934609।
৩। **পাত্র :** কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, দূরভাষ : 9874639662।
৪। **পাত্র :** রাউরকেল্লা নিবাসী, B.Tech, বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৯", পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কর্মরত, দূরভাষ : 7847079849।
৫। **পাত্র :** শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com (H), সরকারি চাকুরী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৯", দূরভাষ : 9832093979।
৬। **পাত্র :** ইছাপুর নিবাসী, B.E. (শিবপুর), Asst. Manager NTPC, বয়স-২৯, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 8902051061।
৭। **পাত্র :** বেহালা নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'১০", উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, S.E.Railway-তে কর্মরত, দূরভাষ : 9051629857, 9433572917।
৮। **পাত্র :** দমদম ক্যান্টনমেন্ট নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 8910630912।
৯। **পাত্র :** চেন্নাই নিবাসী, MA, স্কুলে নৃত্য শিক্ষক, বয়স-৪২, উচ্চতা-৫'৮", বাড়ি-কালনা (পূর্ব বর্ধমান), দূরভাষ- 94749 18883।
১০। **পাত্র :** জামসেদপুর নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৮", দূরভাষ : 7783079238।
১১। **পাত্র :** চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ তথা কানাডার স্থায়ী নাগরিক, Economics Masters & MBA, Financial Co. চাকুরীরত, সুশ্রী লম্বা ও উচ্চশিক্ষিত পাত্রী কাম্য, বয়স-৩০, দূরভাষ : 8420236669, E-mail : bbarua25@gmail.com।
১২। **পাত্র :** ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত SBI অফিসার, বয়স-৩৭, উচ্চতা-৬'১", দূরভাষ : 8789954206।
১৩। **পাত্র :** কানাডার নাগরিক, PG (Global Magmt–Canada) MBA (India), চাকুরীরত, বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'১১", দূরভাষ : 9871291030, 9958659166।

বিদর্শনাচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা মহোদয়ের প্রাক্-শতবর্ষ উদযাপনে সংঘদান ও স্মরণ সভা

বিগত ২০শে আগস্ট ২০২৩ রবিবার, বিশ্বখ্যাত বিদর্শন শিক্ষক আচার্য-পদ্মভূষণ শ্রী সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা মহোদয়ের প্রাক-শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে তাঁর অনুরাগীরা সম্মিলিতভাবে এক স্মরণসভা ও সংঘদান আয়োজন করেন মধ্যকলকাতার পটারি রোডের বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রাঙ্গনে। ভারত-বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা-নেপাল-এর শতাধিক ভিক্ষু-শ্রমণ এবং প্রায় দ্বিশতাধিক বিদর্শন ধ্যান সাধক/সাধিকা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সকাল ৮.৩০ টায় অনুষ্ঠানের সূচনায় সর্বপ্রথম সম্মিলিতভাবে একঘন্টার ধ্যানানুশীলন এবং তৎপরবর্তীতে ভিক্ষুসংঘ এক ঘন্টার সূত্র পাঠ করেন। বেলা ১১.০০ টায় ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে সংঘদান সভা সম্পন্ন হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়। গোয়েঙ্কাজীর অনুগামীরা স্মৃতিচারণায় গুরুজীর সত্যধর্মের প্রতি অঙ্গীকার এবং বিশ্বমানবতার শুদ্ধচর্চার বিষয়টি বারবার ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গোয়েঙ্কাজী ৩০শে জানুয়ারী ১৯২৪ সালে বর্তমান মায়ানমারের মান্ডালয় শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিণত বয়সে ধারাবাহিকভাবে ১৪ বৎসর যাবৎ বিদর্শনাধ্যান অনুশীলন করেন তাঁর গুরুদেব সায়াব্রগ-ও-বা-কিন এর তত্ত্বাবধানে। ১৯৬৯ সাল থেকে বিদর্শন ধ্যানের শিক্ষকরূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শিবির সংগঠিত করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৩ তাঁর প্রয়াণকালে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ২৪১টি বিদর্শন ধ্যান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে ৭৮টি কেন্দ্র অবস্থিত।

বিদর্শন ভাবনার এই মহান শিক্ষকের প্রতি যথাযথভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারার জন্য বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের সকল সদস্য-সদস্যা তথা শুভানুধ্যায়ীরা বিশেষভাবে সন্তোষজ্ঞাপন করেন।

ফেডারেশনের উদ্যোগে যৌথভাবে ২৫৬৭তম বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপন

পটারি রোডস্থ সংগঠনসমূহ যথাক্রমে 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র', 'পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' এবং 'All India Federation of Bengali Buddhists' যৌথভাবে বিগত ৫-৬ মে ২০২৩ নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রদ্ধা ও মর্যাদায় ২৫৬৭তম বুদ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠান উদযাপন করলো। এই উপলক্ষ্যে ৫ই মে সকালে বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রার্থনা কক্ষে 'আনাপান ধ্যান" এবং সমবেত প্রার্থনায় স্থানীয় অধিবাসী তথা আগ্রহী সাধক-সাধিকারা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত দিনের মধ্যাহ্নে সল্টলেকে অবস্থিত "বোধিপীঠ" সংস্থার মানসিক ভারসাম্যহীন আবাসিকদের মধ্যে পথ্যদান করা হয়। পরবর্তী দিন অর্থাৎ ৬ই মে সন্ধ্যায় "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এ আয়োজিত হয় এক সর্বধর্ম সম্মেলন। সবশেষে সদস্য-সদস্যারা তথা তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

বিশ্বভারতীর "রবীন্দ্র সপ্তাহ" উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের অংশগ্রহণ

বিগত ১৩ই আগস্ট ২০২৩ (রবিবার) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত "শান্তিনিকেতন কর্মিমন্ডলীর" উদ্যোগে "বাৎসরিক রবীন্দ্র সপ্তাহ" উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয় 'All India Federation of Bengali Buddhists' -এর সাধারণ সম্পাদক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া এবং সাধারণ পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক (ড.) বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। "লিপিকা" প্রেক্ষাগৃহে "রবীন্দ্র চেতনায় বুদ্ধদেব" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া এককভাবে শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন। উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীর দ্বারা দুটি উপস্থাপনই বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। "শান্তিনিকেতন আম্বেদকর বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার মিশন" এর অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বিনয়শ্রী মহাস্থবির এবং ফেডারেশনের অন্যতম সম্পাদক শ্রী নবারুণ বড়ুয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

● **ড. বি. আর. আম্বেদকরের বুদ্ধের ধম্মে প্রত্যাবর্তন স্মরণ অনুষ্ঠান ঃ** ১৯৫৬ সালের ১৪ই অক্টোবর বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর তথাগত 'বুদ্ধের ধম্মে' প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, এই দিনটিকে যথাযথ সম্ভাবন পূর্বক স্মরণ করার জন্য 'All India Federation of Bengali Buddhists' বিগত ১৪ই অক্টোবর ২০২৩ সংস্থার কার্যালয়ে একটি আন্তরিক সভার আহ্বান করে। সভার শুরুতে মাননীয় ভিক্ষুদের উপস্থিতিতে ত্রিশরণগত পঞ্চশীল গ্রহণ করেন উপস্থিত সুধীবৃন্দ। অতঃপর বক্তাগণ আজ থেকে ৬৭ বৎসর পূর্বে নাগপুরের দীক্ষাভূমিতে পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে প্রায় পাঁচ লক্ষ অনুগামীসহ বাবাসাহেবের "বুদ্ধের ধম্ম" গ্রহণ এবং তৎপরবর্তীতে ভারতবর্ষব্যাপী বুদ্ধচর্চার নবজাগরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

● **বাবাসাহেবের ৬৭তম মহাপ্রয়াণ দিবসের স্মরণ অনুষ্ঠান ঃ** বিগত ৬ই ডিসেম্বর ২০২৩ 'All India Federation of Bengali Buddhists' এর উদ্যোগে বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের ৬৭তম মহাপ্রয়াণ দিবস স্মরণ করা হলো সংস্থার কার্যালয় মধ্যকলকাতার পন্ডিত ধর্মাধার সরণীতে। বাবাসাহেবের জীবনের নানান ঘটনা তথা সমাজের প্রতি তাঁর অবদানের কথা সভায় নানা আঙ্গিকে আলোচিত হয়।

● **ড. বি. এম. বড়ুয়া'র ১৩৫ তম জন্মবার্ষিকী পালন ঃ** বিগত ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩, নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হলো ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক (ড.) বেনীমাধব বড়ুয়া'র ১৩৫তম জন্মবার্ষিকী।

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা'য় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ড. বি. এম. বড়ুয়া স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক (ড.) মোকাম্মোল এইচ. ভুঁইয়া এবং ড. বি. এম. বড়ুয়া স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ভারত সরকারের পূর্বতন বরিষ্ঠ আধিকারিক শ্রী জয়দত্ত বড়ুয়া মহাশয়কে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

বউবাজার থানার সামনে অপর অনুষ্ঠানটির আয়োজক সংস্থা ছিল 'ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিকটস্থ নালন্দা পার্কে অবস্থিত ড. বি. এম. বড়ুয়া'র অবয়বে মাল্য প্রদান, স্মরণসভা, প্রশ্ন-উত্তর প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

সবিনয় নিবেদন

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা হচ্ছে যে, পন্ডিত ধর্মাধার সরণীস্থ (পটারি রোড, কলকাতা-১৫) "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এর নির্মাণ কার্য সম্প্রতি সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ভবনটির একাংশ ত্রিতল এবং অপরাংশ চতুর্থতল বিশিষ্ট। দূরগত যাত্রীবৃন্দ যাঁরা চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা, পরীক্ষার্থী অথবা ভ্রমণযাত্রী তাঁদের স্বল্পকালীন অবস্থানের জন্য এই ভবনে বর্তমানে নয়টি ঘর ব্যবহারযোগ্য রয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে আগ্রহ ব্যক্তিবর্গ এই ভবনে অবস্থানের জন্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কর্তৃপক্ষ;
পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৫০আর/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড)
কলকাতা-৭০০০১৫
দূরভাষ ঃ ৮৯১৮৬৭২২৪৭ / ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭
ই-মেল ঃ panditdharmadharwelfaresociety@gmail.com

● পবিত্র বুদ্ধ গয়াস্থিত "মহাবোধি মহাবিহার" এর বোধিবৃক্ষ প্রাঙ্গণে গত ২৫শে নভেম্বর ২০২৩ 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' সংগঠনের প্রচেষ্টায় এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন 'ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র প্রাজ্ঞ ভিক্ষু সংঘ শ্রদ্ধেয় ড. রতনশ্রী ভিক্ষু মহোদয়, শ্রদ্ধেয় বিদর্শনাচার্য বুদ্ধরক্ষিত ভিক্ষু মহোদয়, শ্রদ্ধেয় ড. কচ্চায়ন ভিক্ষু মহোদয়, শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞারক্ষিত ভিক্ষু মহোদয় ও প্রমুখ। পূজ্য বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়ের পরিচালনায় এই সভায় ধর্মালোচকরূপে ধর্মপ্রদান করেন পূজ্য ড. রতনশ্রী মহাস্থবির মহোদয় ও পূজ্য ড. কচ্চায়ন ভিক্ষু মহোদয়। উভয় ভিক্ষুর আলোচনায় ফিরে আসে মহাবোধি মহাবিহারের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত ইতিহাস। এই ধর্মালোচনা উপস্থিত ধর্মশ্রোতাদের মনের অন্তরে মহাবোধি মহাবিহারের অজানা ইতিহাসকে পুনরায় আবারও ফিরিয়ে আনে। তথাগতের এই পবিত্র ভূমিতে উপস্থিতির মাধ্যমে এইরূপ ধর্মদেশনা সকল শ্রোতাদের মনকে স্পর্শ করে যায়। বুদ্ধের কাছে সকলের সম্মিলিত প্রার্থনা ফিরে আসুক বারে বারে এইরূপ সন্ধ্যা, আলোকিত করুক সকলের জীবনকে।

● গত ১১ই জানুয়ারি ২০২০ শিক্ষামূলক ভ্রমণে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে জনা পঞ্চাশেক ভ্রমণপিপাসু আগ্রহীদের নিয়ে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোগলমারী বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে। পরবর্তী বছরের ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ শিক্ষামূলক এই ভ্রমণে আমাদের গন্তব্য স্থল ছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার ভরতপুরে অবস্থিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। পরপর দু'বছরে দুটি স্থান পরিদর্শনে আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে, এই ঐতিহ্যবাহী তথা ইতিহাস সমৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহে পর্যটক আগমনের জন্য যথোপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব আছে। সুতরাং এই চিন্তাভাবনায় পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত সমস্ত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের উন্নয়ন সাধনের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে নিরন্তর ভাবে Archaeological Survey of India ও রাজ্য সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে আমাদের আবেদন গুলো তুলে ধরা হয়। নিরন্তর চেষ্টার ফলস্বরূপ আমাদের সংগঠন এই ক্ষেত্রে পেয়েছে নানান সাফল্য। গত ১২ই জুলাই ২০২৩ আমাদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপরিউক্ত এই বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক আলোচনার জন্য উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সদর দপ্তর নবান্ন-এ। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পূর্বতন মুখ্য সচিব তথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় (IAS) মহাশয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে এই আলোচনা সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীমতী কাজরী বড়ুয়া (সম্পাদক), শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া (সম্পাদক), শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া (সাধারণ পরিষদের সদস্য) ও শ্রী নবারুণ বড়ুয়া (সম্পাদক)।

পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের সার্বিকভাবে উন্নয়ন সাধন তথা আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে এই ঐতিহ্যবাহী স্থান গুলিকে তুলে ধরার জন্য এই আলোচনা সভা আগামী দিনে পথ দেখাবে।

● **মাটি খুঁড়তেই ফের বৌদ্ধস্তূপ কাটোয়ায় :** কাটোয়ায় ফের মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে এল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। মঙ্গলবার কাটোয়া থানা এলাকার খাজুরডিহি গ্রাম থেকে উদ্ধার হয়েছে অসম্পূর্ণ একটি বৌদ্ধস্তূপের অংশ। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, স্তূপটি আনুমানিক ১২ শতকের। এলাকার বাসিন্দা পঞ্চানন ঘোষের বাড়িতে মাটি খুঁড়তে গিয়ে উদ্ধার হয় স্তূপটি। খবর পেয়ে কাটোয়া থানার পুলিশ সেটি উদ্ধার করে।

অতীতে কাটোয়া ও সংলগ্ন এলাকায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের প্রমাণ মিলেছিল। এবার উদ্ধার হওয়া স্তূপ সেই প্রমাণকে আরও জোরালো করল। ওই দিন পঞ্চানন তাঁর বাড়িতে ভিত খুঁড়ছিলেন। মাটি খোঁড়ার সময়ে বেরিয়ে আসে কালো রংয়ের একটি পাথর। প্রথম দেখায় সেটিকে শিবলিঙ্গ বলেই মনে করেন স্থানীয়রা। পরে জানা যায় এটি আসলে ভোটিভ (মনোকামনা পূরণে প্রার্থনার মূর্তি) স্তূপ। এক ফুট উচ্চতার স্তূপটির নীচের দিকে অস্পষ্ট কিছু খোদাই করা রয়েছে। কাটোয়ার আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক স্বপন ঠাকুর বলেন, 'প্রত্নদ্রব্যটি নিঃসন্দেহে পুরোনো। গঠন দেখে বৌদ্ধস্তূপ বলেই মনে হচ্ছে। এই এলাকায় যে এক সময়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল, এই প্রত্নদ্রব্যগুলো তারই জোরালো প্রমাণ।' উদ্ধার হওয়া বস্তুটির গা জুড়ে ছেনির দাগ স্পষ্ট। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সুপারিনন্টেন্ডেন্ট আর্কিয়োলজিস্ট শুভ মজুমদার বলেন, 'দেখে মনে হচ্ছে, স্তূপটির কাজ কোনও কারণে সম্পূর্ণ করা হয়নি। নির্মাণ শেষ হলে খোদাইয়ের দাগগুলি থাকত না। স্তূপটি ১২ শতকের হতে পারে।' বছরখানেক আগে খাজুরডিহি পঞ্চায়েত এলাকা থেকেই উদ্ধার হয় মরীচি-র মূর্তি। খনন চালানো হলে বৌদ্ধধর্মের এমন বহু নিদর্শন এই অঞ্চল থেকে উদ্ধার হতে পারে বলে অনুমান ইতিহাস গবেষকদের।

শোকাঞ্জলি

● উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছাপুরস্থিত 'তথাগত বিহার'-এর পূর্বতন বিহারাধ্যক্ষ তথা 'আম্রপালি', 'পথিক' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ভন্তে ধর্মদর্শী মহাস্থবির বিগত ২৩শে নভেম্বর ২০২৩ তারিখে বার্ধক্যজনিত কারণে প্রয়াত হন। ধর্মীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

সদস্যবৃন্দ—
All India Federation of Bengali Buddhists

● উত্তরবঙ্গের মালবাজার শহরে জন্মজাত সন্তান, তরুণ সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব ভদন্ত সুগত ভিক্ষু বিগত ২৬শে অক্টোবর ২০২৩ বুদ্ধগয়ায় এক পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। উচ্চশিক্ষিত সমাজ দরদী এই তরুণ ভিক্ষুর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। All India Federation of Bengali Buddhists এর সকল সদস্যবৃন্দ ওঁনার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে।

● বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং সমাজ গবেষক শ্রী অরূপ চৌধুরী মহাশয় বিগত ৩০শে মে ২০২৩ সেরিব্রাল স্টোক-এ আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আধিকারিক এবং অত্যন্ত সমাজদরদী। আমাদের সংগঠনের পরম হিতৈষীর এই অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত। তাঁর প্রতি All India Federation of Bengali Buddhists এর সকল সদস্যগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর নির্বাণশান্তি কামনা করছে।

পিতৃদেব 'শিল্পীরত্ন' কালিদাস বড়ুয়া'র স্মৃতিতে
'ফেডারেশন বার্তা'র
এই সংখ্যার মুদ্রণ ব্যয়ভার বহন করেছেন—

শ্রী অনাদি রঞ্জন বড়ুয়া

সল্টলেক, কলকাতা

শুভেচ্ছা দান ঃ ৫ টাকা

পত্রিকা সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলকাতা-৭০০০১৫ হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।